بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র যুগে আরবের বাইরে বিরোধীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানগুলির বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৬ আগস্ট, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন। তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণায় খেলাফত আমলে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সিরিয়া অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর বর্ণনা চলছিল। শত্রুপক্ষকে আগ্রাসন থেকে বিরত রাখার জন্য এগুলি পাঠানো হয়েছিল। বিগত খুতবায় তিনটির কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ বাহিনী ছিল হযরত আমর বিন আস (রা.)'র। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, চতুর্থ বাহিনী হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। সিরিয়ায় যাওয়ার পূর্বে হযরত আমর বিন আস কুযাআ গোত্রের একটি অংশের সাদকা সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তাঁকে মদীনায় ডেকে আনা হয় এবং মদীনার বাইরে গিয়ে শিবির স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়; যাতে লোকজন তাঁর সাথে এসে যোগদান করে। যখন তিনি রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে বিদায় জানাতে বের হলেন এবং বিভিন্ন উপদেশমূলক পরামর্শ দিলেন। হযরত আমর বললেন! এটা আমার জন্য কত উত্তম যে আমি আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারব; এবং আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা যেন ভুল না হয়।

তাঁর বাহিনীতে ৬-৭ হাজার সৈন্য ছিল এবং তাঁর গন্তব্য ছিল ফিলিস্তিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে আমর বিন আস এক হাজার যোদ্ধার একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে রোম অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে কিছু বন্দী নিয়ে ফিরে আসেন। হযরত আমর এই বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানতে পারেন যে, রোভেসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী অতর্কিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করেন। রোমানরা আক্রমণ করলে, মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে পিছু হটতে

বাধ্য করে। এরপর তারা পাল্টা আক্রমণ করে শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে তাদের পালাতে বাধ্য করে। ইসলামী বাহিনী তাদের তাড়া করে এবং হাজার হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয় এবং এখানেই এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

রোমের রাজা হিরাক্লিয়াস সে সময় ফিলিস্তিনে অবস্থান করছিল। সে যখন মুসলমানদের প্রস্তুতির খবর পায়, তখন সেখানকার আঞ্চলিক প্রধানদের একত্রিত করে এবং তাদের সামনে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। ফিলিস্তিনের জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে সে দামেস্কে আসে, সেখান থেকে সে হিমস ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছয় এবং এইসব অঞ্চলেও সে ফিলিস্তিনের ন্যায় আবেগঘন বক্তৃতা করে এবং সেখানকার জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। সে স্বয়ং আন্তাকিয়ায় তার সদর দপ্তর বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তার একটি বিশাল বাহিনী ছিল, তাই সে প্রতিটি মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক বাহিনী পাঠিয়ে তাদের দুর্বল করতে মনস্থ করে।

হযরত আবু উবাইদাহ বিন জারাহ (রা.) যখন জাবিয়ার কাছে ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে খবর নিয়ে এলেন যে হিরাক্লিয়াস আন্তাকিয়ায় আছে এবং সে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এত বড় সৈন্যদল প্রস্তুত করেছে যে ইতিপূর্বে তার পূর্বপুরুষদের কেউই প্রথম জাতিগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এমন সেনাবাহিনী তৈরী করেনি। এর পর তিনি হযরত আবুবকর (রা.) কে একটি চিঠির মাধ্যমে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এ হেন অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করেন। উত্তরে হযরত আবুবকর (রা.) তাঁকে লেখেন; আন্তাকিয়ায় তার অবস্থান -তার সঙ্গীদের পরাজয়ের এবং আপনার এবং মুসলমানদের বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করছে।

হযরত আমর বিন আস'ও হযরত আবুবকর (রা.)'র সমীপে পত্র লেখেন। উত্তরে তিনি বলেন;

'আমি আপনার পত্র পেয়েছি। যাতে আপনি রোমানদের দ্বারা সৈন্য সমাবেশের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনে রাখবেন; মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর সাথে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য থাকার কারণে আমাদের বিজয় দেননি। আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে আমরা তাঁর (সা.)-এর সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং আমাদের কাছে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। আমরা পর্যায়ক্রমে উটে চড়তাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শত্রুর উপর কর্তৃত্ব দান করতেন এবং আমাদের সাহায্য করতেন।'

হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)ও সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে লিখে হযরত আবু বকরের কাছে সাহায্য চাইলেন, যার উত্তরে তিনি লেখেন, 'যখন তাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ হবে তখন তোমার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের উপর প্রবল পরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্- তিনি আপনাকে লাঞ্ছনা করবেন না। **আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অবগত করেছেন যে, তাঁরই নির্দেশে একটি ছোট দল একটি বৃহৎ দলের উপর জয়লাভ করবে।** তারপরও আমি দলে দলে মুজাহিদীনদের পাঠাচ্ছি তোমাদের সাহায্য করার জন্য; যা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমরা এর বেশি কিছুর প্রয়োজন অনুভব করবে না।'

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত হাশিম বিন উতবাকে ইসলামী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সিরিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'মুসলমানরা তাদের শত্রু কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে আমার কাছে চিঠি লিখেছে, তাই আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের কাছে যান। আমি লোকদের আপনার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করছি। আপনি হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে যান।'

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত সাঈদ বিন আমির বিন হুজাইমকে সিরিয়ায় জেহাদে পাঠাতে চান। তিনি হযরত আবু বকরের কাছে আসেন এবং সিরিয়া অভিযান সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদন তুলে ধরে জেহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বললেন, 'আমি সিরিয়ার দিকে মুসলমানদের একটি বাহিনী পাঠাতে যাচ্ছি এবং আপনাকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করব।" অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রা.)-কে বললেন, লোকদের কাছে এটা ঘোষণা করতে।

হযরত সাঈদ (রা.) যখন যাত্রা করার ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত বিলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে এসে অনুরোধ করলেন যে, 'আপনি (রা.) আমাকে আমার প্রভুর পথে জেহাদ করার অনুমতি দিন। বসে থাকার চেয়ে জেহাদ আমার বেশি প্রিয়।' একথা শুনে তিনি বললেনঃ

'যদি তোমার ইচ্ছা জেহাদ করার হয়, তবে আমি তোমাকে কখনোই থাকতে আদেশ দেব না, আমি তোমাকে শুধু আযানের জন্য চাই, হে বিলাল! তোমার বিচ্ছেদ আমার কাছে ভয়ংকর, কিন্তু এমন বিচ্ছেদ আবশ্যক যার পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর দেখা হবে না। হে বিলাল! আপনি সৎ কাজ করতে থাকুন, এটি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন ততদিন আপনাকে স্মরণ করবে এবং যখন আপনি মারা যাবেন তখন এটি আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেবে।'

হযরত বিলাল (রা.) বললেনঃ 'আমি আল্লাহ্‌র রসূলের পরে আর কারো জন্য আযান দিতে চাই না।' অতঃপর তিনি হযরত সা'দ বিন আমির বিন হুজাইমের সাথে রওয়ানা হলেন।

এরপরে জেহাদী প্রতিনিধিদল মদীনায় আসতে থাকে এবং আরও লোক হযরত আবু বকর (রা.) -এর কাছে একত্রিত হয়। তিনি হযরত মুয়াবিয়াকে এদের উপর আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে তার ভাই হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেন। তিনি চলে যান এবং তাদের সাথে দেখা করেন।

তখন হযরত হামযা বিন আবু বকর হামদানী এক হাজার বা তার বেশি সৈন্যদল নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেদমতে আসেন। তাদের সংখ্যা ও প্রস্তুতি দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন: 'আমরা তিনজন আমীর নিযুক্ত করেছি। তোমরা যার সাথে চাও যেতে পার।' তখন হযরত হামযা মুসলমানদের থেকে অবগত হন যে; হযরত আবু বকরের প্রেরিত তিনজন আমীরের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হযরত আবু উবাইদা বিন আল জারাহ (রা.)। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

হযরত আবু উবাইদার ধারাবাহিক পত্রের ফলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কে সিরিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। তিনি সে সময় ইরাকে অবস্থান করছিলেন যখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে সিরিয়ায় যাওয়ার এবং সেখানকার ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি হযরত আবু উবাইদাকে লেখেন, 'আমি সিরিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্ব খালিদ (রা.)'র উপর অর্পণ করেছি। আপনি তাঁর বিরোধিতা করবেন না, তাঁর কথা শুনে চলবেন এবং আদেশ মান্য করবেন।' যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের সাথে বসরায় পৌঁছন; তখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেখানে সমবেত হয়ে যায়। তারা সবাই তাঁকে এখানে যুদ্ধে তাদের আমির নির্ধারণ করে। তারা শহরটি অবরোধ করেছিল। এখানকার বাসিন্দারা তাঁর সাথে সন্ধি করে যে তারা মুসলমানদের জিযিয়া আদায় করবে এবং মুসলমানরা তাদের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।

এর পর আজনাদায়নের যুদ্ধ। আজনাদিনও লেখা আছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে লিখিত আছে যে, বসরা

বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা, হযরত শুরাহবিল, হযরত ইয়াযিদ (রা.) কে সাথে নিয়ে হযরত আমর বিন আস (রা.) -এর সাহায্যার্থে ফিলিস্তিনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। হযরত আমর সে সময় ফিলিস্তিনের নিম্নভূমিতে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি এসে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রোমান বাহিনী তার পিছনে ছুটছিল এবং তাঁকে যুদ্ধে বাধ্য করার চেষ্টা করছিল। এরপর রোমানরা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে আজনাদিনের দিকে পিছু হটে। হযরত আমর যখন ইসলামী সৈন্যবাহিনীর কথা শুনলেন, তখন তিনি সেখান থেকে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হলেন। তারপর তারা সবাই আজনাদিনে একত্রিত হয়ে রোমানদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। রোমান সেনাপতি মুসলমানদেরকে কিছু দিয়ে ফেরত পাঠাতে চায়। হযরত খালিদ (রা.) এ কথা শুনে অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ বাইরে এসে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেন। তিনি জনগণের মধ্যে গিয়ে তাদেরকে জেহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি অবিরাম চলতে থাকেন আর তাদেরকে বলতে থাকেন যে আমার আক্রমণ করার সাথে সাথে তোমরাও আক্রমণ করে বসবে। এর পর দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং রোমানরা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায়। প্রতারণার মাধ্যমে মুসলমানদের আমিরকে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে রোমান আমির ওয়ারদান, হযরত জারর এবং তার সৈন্যদের হাতে তার দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এ সংবাদ পেয়ে রোমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ, মুসলমানের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার এবং একটি বর্ণনা অনুযায়ী পঁয়ত্রিশ হাজার। এই যুদ্ধে তিন হাজার রোমান নিহত হয় এবং তাদের পরাজিত বাহিনী আরও অনেক শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আজনাদিন বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ এক পত্রের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.) কে এ সুসংবাদ পাঠান।

শেষ পর্যায়ে হুযুর আনোয়ার আজনাদিনের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল তা নিয়ে অস্পষ্টতা দূর করেন এবং বলেন আগামীতে দামেস্ক বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
26 August 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*.......................
Distt.......................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in